সুখেন দাসের

রাজনন্দিনী

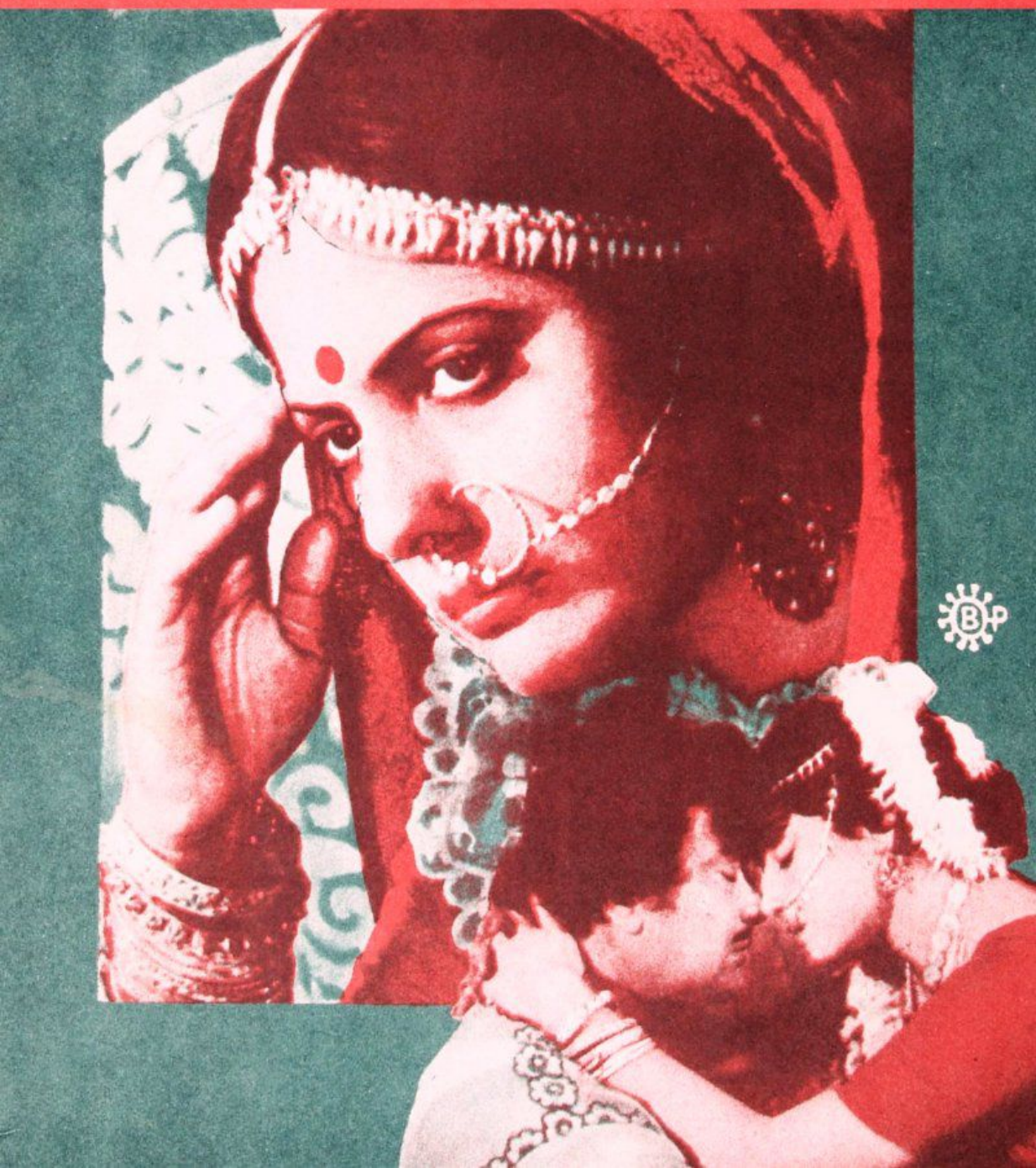

রাত্রিনন্দিনী

কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুখেন দাস
সঙ্গীত পরিচালনা : অজয় দাস
চিত্রগ্রহণ পরিকল্পনা : বিজয় দে ॥ চিত্রগ্রহণ : শান্তি দত্ত ॥ সম্পাদনা : রমেন ঘোষ : শিল্প নির্দেশনা : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দপুনঃর্যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দ গ্রহণ : লোকেন বোস ॥ গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ॥ নেপথ্য কণ্ঠ : মান্না দে ॥ আরতি মুখোপাধ্যায় : অধীর বাগচী : হৈমন্তী শুক্লা : শুভেন্দু চ্যাটার্জী : শিবাজী চ্যাটার্জী ॥
স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ পরিচয় লিখন : নিতাই বোস ও দীগেন ষ্টুডিও
প্রচার পরিকল্পনা : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য প্রচার—দেবকুমার বসু চিএগৃহ সজ্জা : জে. এল. কে. ও গ্লোবনার্সারী ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : ঝুনু শর্মা ॥ সাজসজ্জা চাঁদনী এণ্ড কোং : রূপসজ্জা : পাচু দাস ও মনতোষ রায়।
প্রধান সহকারী বৃন্দ পরিচালনা : সুধীর চট্টোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনা : উজ্জ্বল নন্দী ॥ সঙ্গীত : দিলীপ রায় ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনা : অনিল পাইন ॥
: সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনা : তপন ভট্টাচার্য্য, রাণা চট্টোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণ : গুরু সঙ্গীত : ভরত কাকি, উৎপল দে, সুনীল মজুমদার রূপসজ্জা : সুশান্ত দাস, ব্যবস্থাপনা : নিরঞ্জন মাইতি, রাম সরকার সম্পাদনা : রথীন বসু
আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার, ছখিরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, অনিল, বেনু, বিমল, মঙ্গল, গোবিন্দ, মধুসুদন, রতন, রামস্বরূপ, তপন ॥
রসায়নাগার : রবীন, ফটি, কানাই, নিরঞ্জন, অবনী, দিলীপ, দুলাল, বংশী, বাপী শিতল।
প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে এন, টি. ১নং ষ্টুডিও তে গৃহীত।
সহকারী শব্দপুনর্যোজনা : বলরাম বারুই। সাজসজ্জা : নিমাই দাস
বিশ্বপরিবেশনায় : চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেড ॥
সর্বাধ্যক্ষ—প্রণব বোস
রূপায়নে :
উত্তমকুমার ॥ সুমিত্রা মুখার্জী। সুখেনদাস। সাবিত্রী চ্যাটার্জী। শুভেন্দু চ্যাটার্জী শকুন্তলা। ছায়াদেবী। বিকাশ রায়। শিশির বটব্যাল। রজত চক্রবর্ত্তী। রজত দাস অনামিকা, অজিত, সোমনাথ, বিশ্বনাথ, অশোক, বাবলু, প্রবীর, মিনু, তপন, পুষ্পেন্দু, দেবী বেগম, বেবি রিতেশ, বেবী শতাব্দী, ইন্দ্রদেব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

অজামিল ভূষন খাঁ, অশ্বিনী কুমার খাঁ, দিলীপ কুমার খাঁ, প্রদীপ কুমার খাঁ অর্চ্চনা দাস,

গোয়ালপাতা গ্রামবাসী এন্ বি, ডেকরেটারস্ (নাইকুলি)
দেজ, ইলেকট্রিক (রাজহাটি)
নারায়ণচন্দ্র সরকার
"শোভনালয়" কালিঘাট।

বিশ্ব পরিবেশনা : চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড

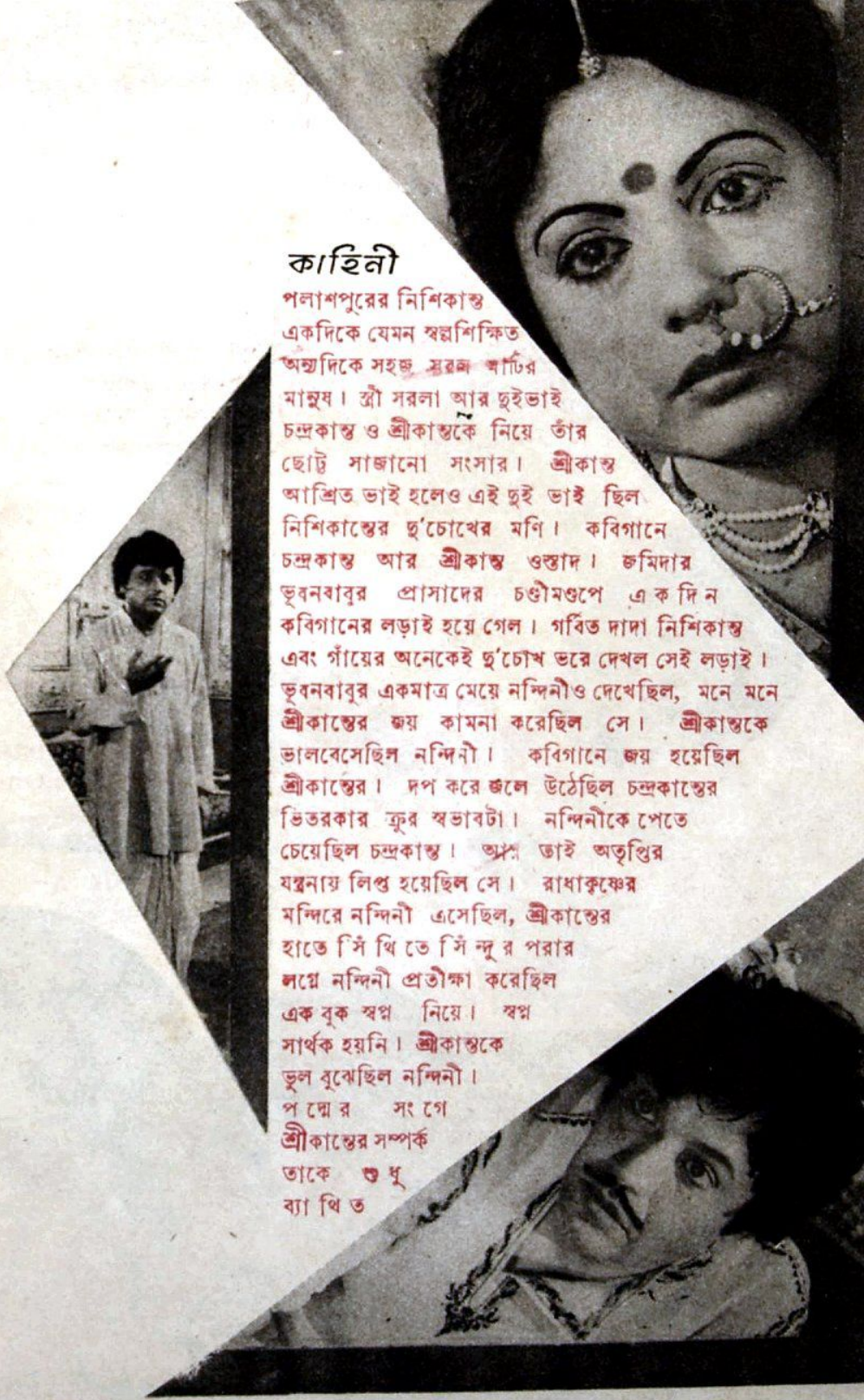

কাহিনী

পলাশপুরের নিশিকান্ত একদিকে যেমন স্বল্পশিক্ষিত অন্যদিকে সহজ সরল মাটির মানুষ। স্ত্রী সরলা আর দুইভাই চন্দ্রকান্ত ও শ্রীকান্তকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সাজানো সংসার। শ্রীকান্ত আশ্রিত ভাই হলেও এই দুই ভাই ছিল নিশিকান্তের দু'চোখের মণি। কবিগানে চন্দ্রকান্ত আর শ্রীকান্ত ওস্তাদ। জমিদার ভুবনবাবুর প্রাসাদের চণ্ডীমণ্ডপে এক দিন কবিগানের লড়াই হয়ে গেল। গর্বিত দাদা নিশিকান্ত এবং গাঁয়ের অনেকেই দু'চোখ ভরে দেখল সেই লড়াই। ভুবনবাবুর একমাত্র মেয়ে নন্দিনীও দেখেছিল, মনে মনে শ্রীকান্তের জয় কামনা করেছিল সে। শ্রীকান্তকে ভালবেসেছিল নন্দিনী। কবিগানে জয় হয়েছিল শ্রীকান্তের। দপ করে জ্বলে উঠেছিল চন্দ্রকান্তের ভিতরকার ক্রুর স্বভাবটা। নন্দিনীকে পেতে চেয়েছিল চন্দ্রকান্ত। আর তাই অতৃপ্তির যন্ত্রনায় লিপ্ত হয়েছিল সে। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে নন্দিনী এসেছিল, শ্রীকান্তের হাতে সিঁথিতে সিঁদুর পরার লগ্নে নন্দিনী প্রতীক্ষা করেছিল এক বুক স্বপ্ন নিয়ে। স্বপ্ন সার্থক হয়নি। শ্রীকান্তকে ভুল বুঝেছিল নন্দিনী। পদ্মের সংগে শ্রীকান্তের সম্পর্ক তাকে শুধু ব্যাথিত

করেনি, করেছিল অপমানীত। নন্দিনী জানে না, এই পথ নিশিকান্তের ষড়যন্ত্রের একটি বিষফল। এরপরই শ্রীকান্তের জেল হয়ে গেল।

নায়েব বেণীমাধব নন্দিনীর বিয়ের প্রস্তাব আনে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ভুবনবাবু যদি রাজশেখরের সংগে বিয়ে দেন নন্দিনীর তাহলে ভুবনবাবুর মুক্তি। কোলকাতার জমিদার এই রাজশেখরের কাছে ভুবনবাবুর আর্থিক ঋণ তখন আকাশ ছোঁয়া। এই বিয়েতে সম্মতি দেয় নন্দিনী—

এ বাড়ীতে এসে নন্দিনী বুঝতে পেরেছিল এ বিয়ে নয়, বৌ সেজে অভিনয় করা মাত্র। তবুও প্রতিবাদে মুখর হতে পারেনি নন্দিনী।

শ্রীকান্ত মুক্তিপায়। ঘরে ফিরে আসে, কিন্তু উপলব্ধি করে তাঁর পায়ের নীচের মাটি নেই। অস্তিত্ব নেই। সে চরিত্রহীন, একরাশ কলঙ্ক। এখানেও চন্দ্রকান্তের ষড়যন্ত্র! নিশিকান্ত ও সরলা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ছোট্ট সংসারে জ্বলে ওঠে অশান্তির আগুন। শ্রীকান্ত বেছে নেয় পথ। সে হয়ে যায় পথের মানুষ। গান গেয়ে ভিক্ষে চেয়ে পথে পথে ঘুরে ফেরে শ্রীকান্ত।

নন্দিনী আবিস্কার করে শ্রীকান্তকে। রাজশেখরও একসময়ে আবিস্কার করে নন্দিনীর মনের ভাষা। শ্রীকান্তের গান শুনে নন্দিনীর দু'চোখের জল রাজশেখরের মনে সন্দেহ এনে দেয়। রাজশেখর পথ থেকে শ্রীকান্তকে ধরে আনায়। অত্যাচার নয় পরিবর্তে শ্রীকান্তকে এ বাড়ীতে রেখে নন্দিনীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সে! নন্দিনীকে রাজশেখর কখন যে ভালবেসে ফেলেছিল তা বোধ হয় সেও জানে না।

এদিকে আর এক কাহিনী। বাঈজী সুলোচনা চায় রাজশেখর তার ঔরসজাত সন্তান সূর্যশেখর তার স্বীকৃতি পাক।

আগ্নেয়গিরির মত যেন ফুঁসে উঠেছিল রাজশেখর।

এদিকে শ্রীকান্ত নন্দিনীর রূপ আর মনের ভাষা স্পষ্ট হতে থাকে রাজশেখরের কাছে। নিজেকে সংযত করতে পারে না সে, শ্রীকান্তকে মেরে প্রাসাদ থেকে বার করে দেয় রাজশেখর। এত করেও নিজে মুক্তি পায় না। সূর্যশেখরের জন্মের জন্য রাজশেখর দায়ী, এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায়। মা হেমাঙ্গিনী মুক্তি দেন নন্দিনীকে।

সূর্যশেখরকে চেয়ে নেয় নন্দিনী। নন্দিনীর মনের গভীরে যে মা বেঁচেছিল সেই মায়ের জন্য সূর্যশেখরকে বুকে নিয়ে নন্দিনী চলে যায়। নন্দিনীকে হারিয়ে রাজশেখর একদিকে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে অন্যদিকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে। বন্দুক নিয়ে ছুটে যায় ভুবন। গুলি করে মেরে ফেলে নায়েব বেণীমাধবকে। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে আবার শ্রীকান্ত-নন্দিনীর মিলন লগ্ন! রাজশেখর গিয়ে দাঁড়ায় ওঁদের সামনে। বলে—একজনকে ভালবাসার মানুষ দু'জন থাকতে পারে না—নিজের বন্দুকের গুলিতে নিজেকে শেষ করে দেয় রাজশেখর।

সঙ্গীত

(১)

ওরে বাজা বাজা বাজা
তাক তেরে কেটে পুকুটে প্যাকাটি
ঘুঘুলে ঝিনুকে ঝা
আঃ
আরে যমুনাতে সন্ধ্যে বেলা ছিল নাতো কেউ
এলো চুলে জলকে গেলো কাদের কুলের বৌ
বন্ধ ঘরে শুনলে ধ্বনি কোন বাঁশরীর শীষ
কানের ভেতর ছোবল দিয়ে কৈ ঢোকালো বিষ
হেলে দুলে চল্লে কেন ইতি উতি তাকিয়ে
ঝোঁপে ঝাড়ে দেখছো কিগো জোড়া-
ভুরু বাঁকিয়ে

(২)

কেউ নেই কাছে ধারে মানে রাধে কাছে
যাও ধ্বনি অভিসারে
কেউ ঘাটে নেই কুলো নারী
গেছে যে যার ঘরে
লজ্জা কি সই প্রেমের ধারা
কলসে নাও ভরে

(৩)

জলে রাধা করছে চান
করছে রাধা জলে চান
রাধা করে জলে চান
ডাঙ্গায় শ্যামের বুক করে আনচান
কত বড় রঙ্গবাবু আরে কত বড় রঙ্গ
জল ছেড়ে উঠলো ডাঙ্গায়
যুবতীর অঙ্গ
আহা আহা আহা যুবতীর অঙ্গ
আহা ভিজলো রাধা অবেলায়
ভেজা বাসে রমণীর কি যৌবন ঢাকা যায়
আহা ভিজলো রাধা অবেলায়
কৃষ্ণ সেই রাধাকে দেখলো ফিরে ফিরে
আর বললো ধীরে ধীরে
আহারে ভিজলো রাধা অবেলায়।

(৪)

যমুনার কালো জল
সন্ধ্যের কালো বরণ
কালো শ্যাম দুহাত দিয়ে
ধরলো রাধা কালো নয়ন
হাত ছড়িয়ে ঝাঁপ দিল রাই
সেই যমুনার জলে
তখনই এক পূর্ণিমা চাঁদ উঠলো
গগন তলে
তা দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে
কি ভাবাবেগ হলো জানের!
শুভ্র চন্দ্র হলোরে উদয়
কালো যমুনার জল খেলায়
ওতো পূর্ণিমা নয় ওযে শ্রীমতীর
শাশ্বত রূপ ঝলমলায়
অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গ বিকশি
আসিলে পরমা প্রেয়সী
বিশ্ব ভুবনে নন্দন রূপে
বাজিল আমার মন বাঁশী
আমারি স্বপন হেরিনু সমুখে
বিভোর আঁখির এই তারায়
ছন্দে ছন্দে সুর ধরা দিল
সঙ্গীত হলো ভুবনে
আধা ছিল রাধা
পূর্ণ হলো যে
আজিকে যুগল মিলনে
আমারি প্রেমের মধুর মুরতি
বরিনু আমারই এই মালায়॥

(৫)

ওগো চন্দ্রবদনী
পতি সোহাগিণী
প্রাননাথ দিল ডাক
কাছে এসো কাছে এসো
(মরণ)
মরেছি তো তোমায় দেখেই
ও নয়নে নয়ন রেখেই
মরি আমি সখি পুনরায় যদি
ফিক করে তুমি হাসো
কথা-আ হা হা
তিন কুলেতে তুমি ছাড়া
নেই যে আমার কেউ
সবেধন নীলমণি গো
একটি আমার বৌ
কথা—উঃ আদিখ্যেতা
এসো হেসে হেসে কাছটি ঘেষে
আমার পাশে বসো।
কথা—লজ্জা করে না বুঝি?
তুমি আমার পোষ পাবনের
মরাই ভরা ধান
তুমি আমার সাবিত্রী গো
আমি সত্যবান
কথা বলাই বাট
তুমি যমরাজাকে কজা করে
আমায় ভালবেসো।

(৬)

অন্তর যার অথৈ সাগর
সেই সাগরে বলো ডুববে না কে
কুল ছেড়ে তাই অকূলে এলাম
বন্ধু ওগো তোমারি ডাকে
একরাশ জোছনার চন্দন ফুল
এই মন উপবনে ফোটায় মুকুল
স্বপন ভ্রমর কোথায় ছিল
মুগ্ধ হয়ে কথা হারিয়ে
অপলকে তাকিয়ে থাকে।
অনুরাগ কাকে বলে বুঝি নাতো হায়
সুখে কেন দু-নয়নে জল ভরে যায়।
শুধু জানি গো ধন্য আমি
যা কিছু চাওয়ার যা কিছু পাওয়ার
সবটুকু দিয়ে তোমাকে।

(৭)

যারে চাই সে তো আসে না
চাঁদ ডুবে গেল রাত নিভে এলো
মন নিয়ে খেলে বঁধু
আমায় তো ভালোবাসে না।
যারে চাই সে তো আসে না।
কাজল রেখাতে
যতনে নয়ন সাজাই
ব্যথারই কাঁদনে সেতো ধুয়ে যায়
কেবলই দিশে হারাই
গুঞ্জন তোলে অলি
ফুল বাসে না
যারে চাই সে তো আসে না।
নীলাম্বরী শাড়ী পরেছি এত যে সাধে
কুন্তলে বাঁধি চম্পা যুঁথিকা
তবুও পরাণ কাঁদে
স্বপ্নের ছায়া তবু
চোখে ভাসে না
আমায় তো ভালবাসে না

(৮)

বিধিরে
বিধিরে আমার চোখের জল
আমি নিজে মুছে নেবো
চাইবোনা আর কারো সমবেদনা
বন্ধু বিহীন হয়ে তাই আমি এতো কাঁদি
আমায় বলে না কেউ তুমি কেঁদো না
মমতার ঘর ছেড়ে
পথে এসে খুঁজি আমি পথের দিশা
আঁধারের ঝড় এসে মুছেদিল সবকিছু-
আলোর তৃষা
যে এলো বিদায় নিয়ে অকারণ স্মৃতি দিয়ে
যেন তাকে কোনদিন আর বেঁধো না
আমার চোখের জল
আমি নিজে মুছে নেবো
চাইবোনা আর কারো সমবেদনা।
আমার ও তো সাধ ছিল সুখ ছিল
আশা ছিল সংগোপনে
স্বপ্নের ও সুর ছিল, গান ছিল
ভাষা ছিল চোখের কোনে।
আজ আমার মন বলে
বাঁধা বীণা ভেঙ্গে গেলে
ভুল সুরে সেই গান আর সেধো না।

(৯)

শুনুন রাজা বাবু
আমায় ফাঁসি দিন না রাজা
কিংবা চড়ান শুলে।
সত্যিটাকে বলবো আমি বলবো তবু খুলে।
শহর থেকে অনেক দূরে
পলাশ কোঁটা পলাশ পুরে
থাকতো সে এক মিষ্টি মেয়ে
নন্দিনী তার নাম
আর যে ছিল এক কবিয়াল
নাম না জানা পথের দুলাল
শ্রীকান্ত সে মনের সুখে
গাইত অবিরাম
কি ছিল সেই কবির গানে
লাগলো দোলা তার পরাণে
হৃদয় পেয়ে সেই কবিয়াল
হৃদয় দিল প্রতিদানে
বুঝিনিতো সারা বেলা
খেলছি শুধু ফাঁকির খেলা
কথা ছিল পূর্ণিমাতে
পরবে সিন্দুর আমার হাতে
রাধা কৃষ্ণ সাক্ষী রেখে
দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই আশাতে
ভাবিনি তো কারাগারে
আমাকে বন্দি করে
নন্দিনীর মিটবে মনস্কাম
এবার রাজার সাত মহলে
ভাসাও আরো চোখের জলে
শোধ করো ভালবাসার দাম

শিল্পী সংসদের
দ্বিতীয় নিবেদন
দুই পৃথিবী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা · পীযূষ বসু
উত্তম · সুপ্রিয়া · তনুশ্রী · রঞ্জিত · চিত্রা কল্যাণী
গীতা · সুশীল মজুমদার
ও শিল্পী সংসদের হাজার শিল্পী
সুখেন দাস
পরিচালিত
এস. ডি. ফিল্মসের
তৃতীয় নির্দেশ
সঙ্গীত · অজয় দাস
এস্টমার্ক ফিল্মস পরিবেশিত
আগামী দিনের অপেক্ষায়
সুখেন দাস
পরিচালিত
রত্না ফিল্ম করপোরেশনের
রঙিন ছবি
প্রতিশোধ
সঙ্গীত-অজয় দাস
উত্তম · সৌমিত্র · সাবিত্রী · শকুন্তলা
মহুয়া · শুভেন্দু · তরুণ · রবি · ভানু ও সুখেন দাস